বণিক বার্তা

শুক্রবার, জানুয়ারি ২৪, ২০২৫ ● মাঘ ১০, ১৪৩১

NORTH SOUTH UNIVERSITY LIBRARY
SEEK KNOWLEDGE
NORTH SOUTH UNIVERSITY
1992

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক জালে আটকে আছে

স্বাধীনতার পর অর্ধশতকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। আমাদের শিক্ষা খাতকে ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন, বিশেষত উচ্চ শিক্ষাকে?

গত ৫০ বছরে আমাদের দেশের শিক্ষার মান নিচে নেমেছে। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার মান। এ স্তরকে যখন আমরা বিদেশের সঙ্গে তুলনা করি তখন এ দেশের উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ে চিন্তিত হই। আজকে বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান যদি দেখি তাহলে দেখব অনেক ধরনের উন্নতি হয়েছে। তার মধ্যে সাক্ষরতার হার অনেক বেড়েছে। নারী-পুরুষের শিক্ষার হার বেড়েছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। এটি বৃদ্ধির কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গুণগত মানের। বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আমরা উচ্চ শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে পারছি না। এবারের জুলাই বিপ্লব তরুণদের প্রতি বৈষম্য থেকে জেগে উঠেছিল। কারণ তাদের আমরা সুযোগ করে দিতে পারিনি। যখন তারা দেখল যে কোটাসহ বিভিন্ন কারণে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে তখন তারা আন্দোলনে নেমেছে। আরেকটি কারণ হচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেভাবে নকশা করা হয়েছে, সেখানে তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মক্ষেত্র নেই। আমরাই সেটির ব্যবস্থা করতে পারিনি। সেখান থেকে জুলাই বিপ্লব শুরু হয়ে একটি সরকারকে রীতিমতো বিতাড়িত করেছে। বিগত সরকারের পতনের পরও কর্মক্ষেত্র তৈরিতে কোনো কর্মসূচি কিন্তু আমরা দেখছি না। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যে ধরনের কাজ করা দরকার তা এখনো করতে পারিনি। শিক্ষার গুণগত মান উন্নতি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। আমরা তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রি দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছি ঠিকই কিন্তু তাদের বিশ্বের সঙ্গে, ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য যোগ্য করে তুলছি না। ফলে কর্মসংস্থানের সঙ্গে একাডেমিয়ার এক ধরনের গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। গ্র্যাজুয়েটরা সার্টিফিকেট অর্জন করলেও সেটি কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ আমরা শ্রেণীকক্ষে কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারছি না। কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং একাডেমিক শিক্ষার মধ্যে ঘাটতি রয়ে গেছে। এটি আমাদের পদ্ধতিগত সমস্যা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে ওপরের স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক স্তরে ঘাটতি রেখে একজন গ্র্যাজুয়েট বের হয়ে চাকরির বাজারে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারছে না। কারণ তার দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। আমাদের জানতে হবে সমাজের জন্য, ইন্ডাস্ট্রির জন্য, বিশ্ববাজারের জন্য কোনো দক্ষতাটি শিক্ষার্থীর দরকার।

বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে যে ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো অপ্রয়োজনীয় ও সনাতনী। সে ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে এসে বিশ্বমানের শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক জালে আটকে আছে। এখানে যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দৈনিক কাঠামোয় ফেলে দিচ্ছেন। শিক্ষাঙ্গনের দরকার নিজের স্বাধীনতা। এ ব্যবস্থায় নমনীয়তা আনতে হবে যেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু আমাদের ঘিরে রাখা হয় অনেকগুলো আইন দিয়ে, যা আমাদের সংকুচিত করে। শিক্ষার পরিবেশকে মুক্ত না করে সংকুচিত করলে ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ্য লোকবল দিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। এ ধরনের প্রতিবন্ধকতাগুলো সরিয়ে পরিবেশকে আরো অনেক নমনীয় করতে হবে। এ নমনীয়তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একসময় এগিয়ে যাবে।

অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী

উপাচার্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)

সা | ক্ষা | ৎ | কা | র

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে ওপরের স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক স্তরে ঘাটতি রেখে একজন গ্র্যাজুয়েট বের হয়ে চাকরির বাজারে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারছে না

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সব পর্যায়েই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বিষয়টাকে কতটা যথাযথ বলে মনে করেন? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মানসম্মত শিক্ষক নিশ্চিতকরণে কী করণীয়?

ভালো শিক্ষক তখনই আসবে যখন ভালো গ্র্যাজুয়েট তৈরি হবে। সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। উন্নত বিশ্বের মতো করে চিন্তা করতে হবে। এখানে বারবার কারিকুলাম পরিবর্তন করে এক্সপেরিমেন্ট করলে হবে না। উন্নত বিশ্বের প্রক্রিয়া অনুসরণ ও প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি দেশের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে পারি। বাংলাদেশে নতুন করে কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে চলমান উন্নত ব্যবস্থাগুলো প্রয়োগ করতে হবে। এর জন্য সেই মানের শিক্ষক তৈরি করতে হবে। আমরা শিক্ষক নিয়োগ করি শিক্ষক হওয়ার বিবেচনায় না, বরং চাকরি দেয়ার বিবেচনায়। যার ফলে প্রকৃত শিক্ষক তৈরি হচ্ছে না। শিক্ষক হয়ে ওঠার জন্য যে প্রশিক্ষণ, সুবিধা দেয়া প্রয়োজন সেটিও দিচ্ছি না। কিন্তু আমরা বারবার কারিকুলাম নিয়ে কথা বলি। যিনি পড়াবেন তিনি কতটুকু প্রস্তুত এবং তার সমসাময়িক ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আছে কিনা সেটি দেখি না। ফলে আমাদের এ ঘাটতি থেকে যাবে।

এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যত কারিকুলাম তৈরি হয়েছে সবগুলোয় একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে আমি দ্বিমত পোষণ করি। এ দেশে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠে। কিন্তু তার অবস্থানকে আমলে না নিয়ে সবাইকে একমুখী করে ইউনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার তাগিদ দেয়া হয়। এটি কোনো দিনও বাংলাদেশে সম্ভব না এবং প্রযোজ্যও নয়। কারণ আমরা সবাইকে সমান সুযোগ দিয়ে বড় করতে পারি না। সবাইকে এক পাইপলাইন থেকে কোনো দিন শিক্ষা দেয়া সম্ভব না।

গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় বরাদ্দ কম। বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

বিষয়টি সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য নয়। যেমন আমাদের (নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি) জন্য সত্য নয়। আমরা গবেষণায় দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি খরচ করি। এ বছরই শিক্ষকদের ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। যার ফল আমরা পাচ্ছি। দেশের কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু সুযোগ দিচ্ছে তারা ভালোও করছে। আমি মনে করি একজন শিক্ষককে গবেষণার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুযোগ দেয়া উচিত। সবাইকে যে সমান সুযোগ

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৪